দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক

দুদক বার্তা

৮ম বর্ষ | ২৯তম সংখ্যা | জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ | শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

এক নজরে

সম্পাদকীয়

গণশুনানি

গ্রেফতার

হটলাইনভিত্তিক অভিযান

বিচার ও দণ্ড

উল্লেখযোগ্য মামলা

সভা

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক

দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়

১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

৯৩৫৩০০৪-৮

info@acc.org.bd

www.acc.org.bd

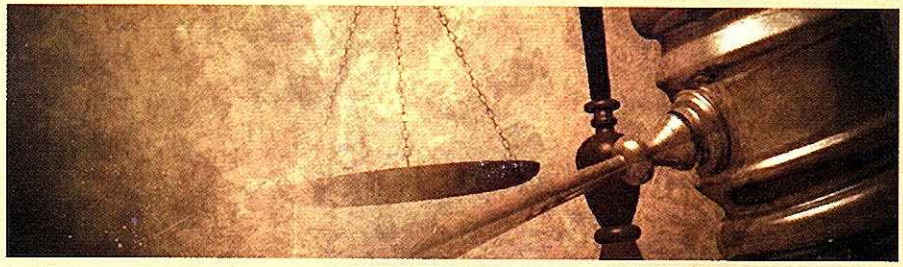

১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook

facebook.com/acc.org.bd

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা তাৎক্ষণিক দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ চালু করে। দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এর নেতৃত্বাধীন কমিশন দুর্নীতির প্রতিরোধে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হটলাইনটি চালু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই প্রায় ৭৫ হাজার ফোন কল আসায়-দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে ব্যাপক সংবাদ প্রচার পায়।

কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ অভিযোগ জানানোর এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের আইসিটি শাখার হিসাব অনুযায়ী বিগত দুই বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই হতে ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬-এ ফোন কল এসেছে প্রায় ৩১ লক্ষ। এ হিসেবে প্রতিটি কার্য দিবসে গড়ে ফোন কল এসেছে প্রায় ৬৫০০ এর মতো। কমিশনের পাঁচজন কর্মকর্তা পালাক্রমে প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর সকাল ০৯ থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে এসব ফোন কল রিসিভ করছেন। কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম ডিজিটালি মনিটরিং করা হচ্ছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অভিযোগ কেন্দ্রটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। অনেক অভিযোগকারীই দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগ যেমন ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক, বিদ্যালয়ে পাঠদানে গাফিলতি, পারিবরিক বিরোধ, সামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে এই কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করছেন, তেমনি তফসিল বহির্ভূত অপরাধের বিষয়ে অভিযোগকারীর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করছেন। তবে কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সীমিত।

অভিযোগকারী সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ কমিশন সাধারণত নিম্নোক্ত অপরাধসমূহের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ঃ

সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ)/উপঢৌকন গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো যে কোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে নিজ নামে/বে-নামে সম্পদ অর্জন; সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন; সরকারি কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা/বাণিজ্য পরিচালনা; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা; কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন কল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য করণ; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী/ব্যাংকার কর্তৃক জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণা ইত্যাদি ■